সমকাল
09 SEP 2026

সুগন্ধি চাল রপ্তানির কোটা অর্ধেকে নামাল সরকার

■ সমকাল প্রতিবেদক

সুগন্ধি চাল রপ্তানির কোটা অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। অভ্যন্তরীণ বাজারে পোলাওর চাল নামে পরিচিত সুগন্ধি চালের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে অবিলম্বে কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, অনুমোদিত ২৭৮টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ করা সুগন্ধি চাল রপ্তানির পরিমাণ ৫০ শতাংশ কমানো হয়েছে। একই সঙ্গে তাদের রপ্তানি কার্যক্রমে নজরদারি, জবাবদিহি ও বিদেশি মুদ্রা প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে ১০টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

জানা গেছে, সম্প্রতি দুই দফায় এসব প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৪৫ হাজার ২৭০ টন সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমতি দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। গত ৩০ আগস্ট পর্যন্ত ১২৯টি প্রতিষ্ঠান মোট ২ হাজার ৪১৯ টন সুগন্ধি চাল রপ্তানি করেছে। রপ্তানির অনুমোদনের পর দুই মাসের ব্যবধানে সুগন্ধি চালের দাম কেজিতে ৫০ থেকে ৮০ টাকা বেড়ে যায়। বাজারে এখন খোলা পোলাওর চালের কেজি ১৯০ থেকে ২০০ টাকা। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্যাকেটজাত চালের দাম ২২০ থেকে ২৩০ টাকা। খুচরা বিক্রেতারা বলছেন, রপ্তানির কারণে পোলাওর চালের দাম বেড়েছে।

বর্তমানে ২৭৮ প্রতিষ্ঠানের রপ্তানির অনুমোদন রয়েছে

মন্ত্রণালয়ের আদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে ১০টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রতি কেজি চাল কমপক্ষে ১ দশমিক ৬০ ডলারে বিক্রি করতে হবে। এ অনুমোদনের মেয়াদ আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। শুল্ক কর্তৃপক্ষকে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের মান ও সত্যতা নিশ্চিত করতে যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। প্রতিটি কনসাইনমেন্টের জাহাজীকরণ শেষ হওয়ার সঙ্গে নথিপত্র বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে। পরবর্তী অনুমোদনের ক্ষেত্রে আগের রপ্তানির হিসাব আমলে নেওয়া হবে। রপ্তানির অনুমোদন কোনোভাবেই হস্তান্তর করা যাবে না।

গত ২ আগস্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সুগন্ধি চালের বাজার পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক হয়। বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সভাপতিত্বে বৈঠকে চালের উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ চাহিদা, বাজার পরিস্থিতি ও রপ্তানির প্রকৃত চিত্র পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বলা হয়, গত অর্থবছরে বাংলাদেশে সুগন্ধি চালের উৎপাদন ছিল প্রায় ২৩ লাখ টন। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বছরে পাঁচ লাখ টন। আর রপ্তানি হয়েছে মাত্র ১০ হাজার টন। ফলে রপ্তানির কারণে সুগন্ধি চালের দাম বাড়ছে– এটি তারা মানতে নারাজ। তারা জানান, দেশের শীর্ষ ১০টি বড় মিল মালিকের কাছে বিপুল পরিমাণ সুগন্ধি চাল মজুত রয়েছে। বাজারের প্রয়োজন অনুযায়ী চাল সরবরাহ না করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করার কারণেই মূল্য বাড়ছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভ্যন্তরীণ খাদ্য নিরাপত্তার ভারসাম্য বজায় রাখতেই চাল রপ্তানিতে সতর্কতামূলক কৌশল নেওয়া হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাজারে যেন সুগন্ধি চালের ঘাটতি তৈরি হয়ে সামগ্রিক চালের বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি না করে, সেজন্য আগাম সতর্কতা হিসেবে রপ্তানি কোটা কমানো হয়েছে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সমকাল
09 SEP 2026

জুলাইয়ে বাণিজ্য ঘাটতি ২০৯ কোটি ডলার

সমকাল প্রতিবেদক

আমদানি বাড়লেও কমেছে রপ্তানি আয়। এতে চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ২০৯ কোটি ডলার। গত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের একই মাসের এ ঘাটতি ছিল ১৫১ কোটি ডলার। তবে রেমিট্যান্সে উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে চলতি হিসাবে সাড়ে ছয় কোটি ডলার উদ্বৃত্ত রয়েছে। গত অর্থবছরের একই সময়ে অবশ্য উদ্বৃত্ত ছিল সাড়ে ১২ কোটি ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের জুলাই ভিত্তিক বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য প্রতিবেদনে এমন চিত্র উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসে আমদানিতে খরচ হয়েছে ৬৪৪ কোটি ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় যা ৮ দশমিক ৬০ শতাংশ বেশি। অথচ রপ্তানি এক দশমিক ৬০ শতাংশ কমে ৪৩৫ কোটি ডলারে নেমেছে। এতে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে। প্রথম মাসে রেমিট্যান্স প্রায় সাড়ে ১৫ শতাংশ বেড়ে ২৮৬ কোটি ডলার দেশে আসে। সব মিলিয়ে চলতি হিসাবে ছয় কোটি ৪০ লাখ ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে। আগের অর্থবছরের প্রথম মাসে উদ্বৃত্ত ছিল সাড়ে ১২ কোটি ডলার।

আর্থিক হিসাবে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৬৮ কোটি ডলার। আগের অর্থবছরের জুলাইতে যা ৮৮ কোটি ডলার ছিল। চলতি অর্থবছরের প্রথম মাসে বিদেশি ঋণ ও অনুদান কমেছে। সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আগের বছরের জুলাইয়ের তুলনায় এক কোটি ডলার কমে ১১ কোটি ডলার এসেছে। সব মিলিয়ে সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্যে ৬৩ কোটি ডলার ঘাটতি দাঁড়িয়েছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে যেখানে ঘাটতি ছিল ৫৪ কোটি ডলার।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সমকাল

09 SEP 2026

প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার জরুরি

■ সমকাল প্রতিবেদক

■ আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়াজাত খাদ্যমেলা উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বাপা

দেশের কৃষিপণ্য ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতের উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার জরুরি বলে মনে করছে এ খাতের সংগঠন বাংলাদেশ এগ্রো-প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশন (বাপা)। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর সোবহানবাগে অবস্থিত বাপার কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন সংগঠনটির সভাপতি মাহবুব আনাম।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেজিং প্রযুক্তিবিষয়ক তিন দিনব্যাপী ১১তম বাপা ফুডপ্রো ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো উপলক্ষে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) এ প্রদর্শনী আগামী বৃহস্পতিবার শুরু হয়ে চলবে শনিবার পর্যন্ত।

বাপা সভাপতি বলেন, এই প্রদর্শনী উদ্যোক্তাদের নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বিনিয়োগ, উৎপাদন ও রপ্তানি সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাপা দেশ-বিদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে কাজ করছে। এই মেলার মাধ্যমে এ খাতে দেশের সক্ষমতা ও সম্ভাবনা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা হবে।

মেলা আয়োজক কমিটির ও প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী বলেন, বর্তমান ব্যবসায়িক অনিশ্চয়তা শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে দ্রুত প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়াতে উৎসাহিত করছে। উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে প্যাকেজিং, গুদামজাতকরণ ও লজিস্টিকস পর্যন্ত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং টেকসই কার্যক্রম গড়ে তুলতে এ মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তিনি বলেন, মেলায় নতুন উদ্যোক্তা ও ছোট-বড় ব্যবসায়ীরা আসবেন। এতে একে-অপরের সহায়তা নিতে পারবেন। এ খাতের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও ধারণা পাবেন। মেলায় ১৫৬ বিদেশি বিনিয়োগকারী আসছেন। তাদের কাছ থেকেও নতুন উদ্যোক্তারা সহায়তা পাবেন।

বাপার সাধারণ সম্পাদক ছৈয়দ মুহাম্মদ শোয়াইব হাছান বলেন, মেলায় এগ্রো প্রসেসিং, ফাইন্যান্সিং, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সিইও সেশন, বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে সেমিনার ও সেশন থাকবে।

আয়োজকরা জানান, মেলায় ২৭ দেশের দুই শতাধিক ব্র্যান্ড অংশ নেবে। থাকছেন দেড় শতাধিক বিদেশি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা। মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এতে প্রক্রিয়াজাতকরণ, ফিলিং, প্যাকেজিং, কোডিং ও মার্কিং, লেবেলিং, মান পরিদর্শন, গুদামজাতকরণ, কোল্ড চেইন এবং লজিস্টিকসের আধুনিক প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
....
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express
09 SEP 2026

NBR scraps duty-free bond facility for 10-to-30 count cotton yarn

MONIRA MUNNI

BTMA hails the move, BGMEA, BKMEA call it suicidal, demand its reversal

The government has tightened duty-free yarn import under bonded facility aiming to curb its misuse and promote the interests of the country's spinning units.

The National Board of Revenue (NBR) on Monday issued a general order scrapping duty-free bond privileges for importing 10-to-30 count cotton yarn.

The textile millers welcomed the government's latest move, saying it will help revenue mobilization and strengthening ready-made garment (RMG) backward linkage industries.

On the other hand, apparel exporters opposed the move, terming it as suicidal for the RMG exporters.

In place of the facility, actual exporters will now be allowed to import against bank guarantees equivalent to the applicable duties.

In its order, the NBR cited an inter-ministerial meeting held on August 20, 2026, at which it was decided to make it mandatory for export-oriented apparel makers to source at least 50 per cent of their required yarn from domestic spinning mills.

The move has laid bare escalating tension between primary textile spinners seeking greater domestic protection and garment exporters striving to remain cost-competitive in global markets.

Welcoming the decision, the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) called it a "timely step" to protect local spinning mills and curb misuse of the bond facility.

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), however, reacted with surprise, terming the decision "suicidal" in a joint letter sent to the commerce minister on Monday.

They alleged that the de-bonding decision and the mandatory local sourcing rule had been introduced without prior open discussion, even though it had been agreed at the August 20 meeting that BTMA, BGMEA and BKMEA would first hold joint talks.

The letter, signed by BGMEA president Mahmud Hasan Khan and BKMEA president Mohammad Hatem, warned that abruptly withdrawing long-standing bond privileges risks damaging the apparel industry and sending the wrong signal to international buyers, particularly as competing countries introduce and expand their own bond facilities.

BGMEA and BKMEA pointed out that local spinning mills are currently operating at under 50 per cent capacity because of severe energy and gas shortages, leaving them unable to meet total demand.

| SEE PAGE 7 COL 7

They also noted that local yarn prices are rising despite subdued market demand caused by a fall in garment work orders from foreign buyers, alleging that a vested group is attempting to engineer a market monopoly.

The two associations urged the government to urgently revoke the decision and proposed a high-level meeting to resolve the standoff.

BTMA, for its part, argued that duty-free yarn imports under bond privileges have long suppressed domestic demand and left local spinning capacity underutilised.

The new policy, it said, will boost demand for local yarn, reactivate closed or partially operational mills, generate employment, and help financial institutions recover investments, thereby reducing non-performing loans (NPLs).

The trade body further argued that using local yarn strengthens value addition across the RMG supply chain, conserves foreign exchange, and supports the local value-addition requirements of 40-60 per cent expected following Bangladesh's graduation from Least Developed Country (LDC) status.

BTMA also pointed out that releasing bank guarantees only after full repatriation of export proceeds would help mitigate financial risks linked to roughly US$7.0 billion in un-repatriated export earnings.

It noted that non-bonded exporters have been importing against bank guarantees since September 2025, and that extending the same rule to bonded units would not disrupt export activities.

Munni_fe@yahoo.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Business Standard
09 SEP 2026

US cotton to reach Bangladesh faster as private warehouse opens in Nov

TEXTILE - BANGLADESH

REYAD HOSSAIN

Warehouse in Ctg is run by AmeriBangla and a local firm

Bangladeshi textile businesses will be able to buy American cotton locally from November through the country's first privately operated US cotton warehouse, a move expected to significantly reduce import lead times and lower reliance on intermediaries.

The facility, established in Anwara, Chattogram, near the government-designated Free Trade Zone, will allow mills to purchase stock locally on demand rather than waiting months for individual shipments.

AmeriBangla Corporation, led by Bangladeshi-American cotton trader Aswar Rahman, is setting up the facility I SEE PAGE 2 COL 1

US cotton gets a foothold in Bangladesh

TBS Insights by IPDC FINANCE

US cotton warehouse

- First such facility in Bangladesh
- Operated by AmeriBangla Corp, a local company
- Operations planned from 18 Nov 2026
- **100** tonnes already on its way from US

Why it matters

- Local availability to cut cotton import lead times
- Direct access to reduce dependence on middlemen
- Greater price certainty for textile mills
- Particularly beneficial for smaller spinners

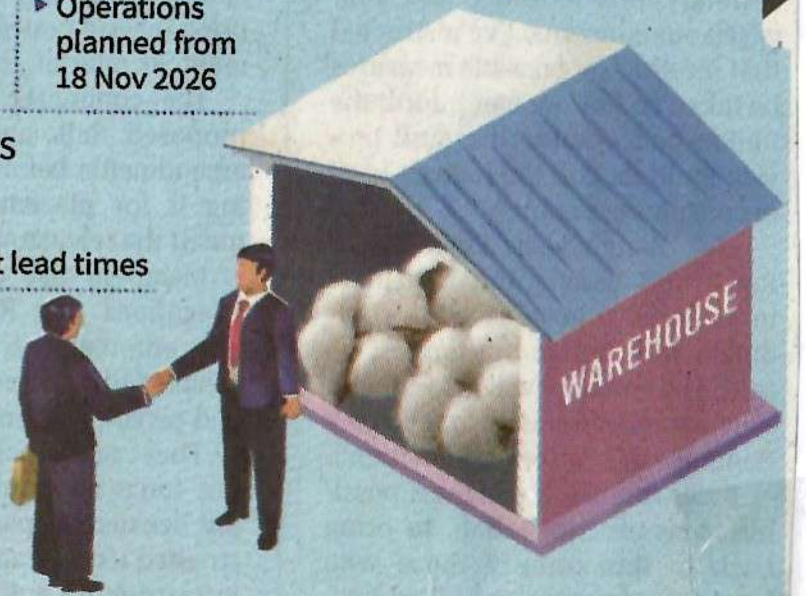

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

US cotton to reach Bangladesh faster as private warehouse opens in Nov

CONTINUED FROM PAGE 1

following slow progress on a previous government-led initiative.

"We are planning to launch operations on 18 November. Around 100 tonnes of cotton have already left a US port for Bangladesh," Aswar, Chief Executive Officer of AmeriBangla, told The Business Standard. He added that the initiative is being run jointly with a local partner and will scale up inventory as demand rises.

"This will help entrepreneurs shorten lead times and access cotton at competitive prices, benefiting spinning mills and factories with smaller capital capacities," Aswar said.

A major boost for local textile mills

Spinning and textile mills represent Bangladesh's primary cotton consumers. Showkat Aziz Russell, President of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), welcomed the venture.

"Importing cotton after placing an order usually takes nearly 90 days," Russell noted. "A local warehouse slashes that waiting time, gives us a major lead-time advantage, and reduces price volatility."

Russell added that while the BTMA had previously lobbied the government to expedite a bonded warehouse in the Free Trade Zone, private enterprise offers an immediate solution. "If someone establishes this privately, we will actively support and lobby on their behalf."

Although US cotton carries a slight price premium over other sources, industry leaders note that its higher quality, lower waste rate, and reduced processing losses offset the initial cost.

According to BTMA data, Bangladesh imported $346 million worth of US cotton in FY25, up from $278 million in FY24, accounting for roughly 10% of total cotton imports. Apparel leaders estimate that imports could eventually scale to $2 billion if strategic trade advantages align.

Direct sourcing to lower prices

Aswar highlighted that purchasing from the warehouse could prove cheaper than conventional import channels. By sourcing directly from US farmers and ginners, AmeriBangla aims to undercut prevailing spot market prices.

Currently, US cotton imported through traditional channels costs around 85 cents per pound delivered to Chattogram, typically carrying a 16-cent premium over standard market alternatives. Under the warehouse model, AmeriBangla plans to supply stock at roughly 10 cents less per pound than prevailing rates.

QUALITY VS COST

- US cotton quality higher, slightly more expensive
- Lower wastage
- Shorter lead times could offset higher purchase cost

Bangladesh's US cotton imports

- Around **10%** of total cotton imports
- **$278m** in FY24
- **$346m** in FY25
- Industry expects imports could reach **$2b**

An official at Envoy Textile, a prominent cotton importer, confirmed the company had already tested small trial imports through AmeriBangla. "Direct sourcing enables competitive pricing. If they can supply larger volumes reliably, they could become a primary supplier," the official stated.

Potential duty relief under scrutiny

The development carries added weight following discussions around bilateral trade terms between Dhaka and Washington, under which garments made with US fiber may receive tariff concessions when entering the US market.

Mahmud Hassan Khan Babu, President of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), stated that apparel exporters are keenly awaiting official implementation guidelines from US authorities.

"The US Embassy indicated that procedures for obtaining tariff-relat-
ed benefits for garmer
US cotton should be cl
tember," Babu said, ac
association will follow
cials in Dhaka.

Aswar outlined th
advantages for end-
benefits for buyers imp
garments could include
duction in import duti
an 18% transferable tax
raw American cotton va

To enforce complia
posed verification mod
to combine industry
with third-party physic
isotopic origin testing
universities.

In FY25, Banglade
to the United States re
billion, including $4.9
woven garments and $2
knitwear. Exporters hop
ability of US fiber wil
Bangladesh's competiti
largest export market.

previ- / oper- / nd 100 / left a / Chief / angla, / added / jointly / ale up / neurs / cotton / spin- / maller

...each Bangladesh faster as private warehouse opens in Nov

A major boost for local textile mills

Spinning and textile mills represent Bangladesh's primary cotton consumers. Showkat Aziz Russell, President of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), welcomed the venture.

"Importing cotton after placing an order usually takes nearly 90 days," Russell noted. "A local warehouse slashes that waiting time, gives us a major lead-time advantage, and reduces price volatility."

Russell added that while the BTMA had previously lobbied the government to expedite a bonded warehouse in the Free Trade Zone, private enterprise offers an immediate solution. "If someone establishes this privately, we will actively support and lobby on their behalf."

Although US cotton carries a slight price premium over other sources, industry leaders note that its higher quality, lower waste rate, and reduced processing losses offset the initial cost.

According to BTMA data, Bangladesh imported $346 million worth of US cotton in FY25, up from $278 million in FY24, accounting for roughly 10% of total cotton imports. Apparel leaders estimate that imports could eventually scale to $2 billion if strategic trade advantages align.

Direct sourcing to lower prices

Aswar highlighted that purchasing from the warehouse could prove cheaper than conventional import channels. By sourcing directly from US farmers and ginners, AmeriBangla aims to undercut prevailing spot market prices.

Currently, US cotton imported through traditional channels costs around 85 cents per pound delivered to Chattogram, typically carrying a 16-cent premium over standard market alternatives. Under the warehouse model, AmeriBangla plans to supply stock at roughly 10 cents less per pound than prevailing rates.

QUALITY VS COST

- US cotton quality higher, slightly more expensive
- Lower wastage
- Shorter lead times could offset higher purchase cost

Bangladesh's US cotton imports

- Around 10% of total cotton imports
- $278m in FY24
- $346m in FY25
- Industry expects imports could reach $2b

An official at Envoy Textile, a prominent cotton importer, confirmed the company had already tested small trial imports through AmeriBangla. "Direct sourcing enables competitive pricing. If they can supply larger volumes reliably, they could become a primary supplier," the official stated.

Potential duty relief under scrutiny

The development carries added weight following discussions around bilateral trade terms between Dhaka and Washington, under which garments made with US fiber may receive tariff concessions when entering the US market.

Mahmud Hassan Khan Babu, President of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), stated that apparel exporters are keenly awaiting official implementation guidelines from US authorities.

"The US Embassy indicated that procedures for obtaining tariff-related benefits for garments made with US cotton should be clarified by September," Babu said, adding that the association will follow up with officials in Dhaka.

Aswar outlined the prospective advantages for end-buyers: "The benefits for buyers importing finished garments could include a 10–19% reduction in import duties, alongside an 18% transferable tax credit on the raw American cotton value."

To enforce compliance, the proposed verification model is expected to combine industry self-reporting with third-party physical audits and isotopic origin testing by US state universities.

In FY25, Bangladesh's exports to the United States reached $8.69 billion, including $4.95 billion in woven garments and $2.60 billion in knitwear. Exporters hope local availability of US fiber will strengthen Bangladesh's competitive edge in its largest export market.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Business Standard
09 SEP 2026

Tariff cuts, FTAs could add $4b to Bangladesh economy: WB

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh could unlock roughly $4 billion in additional economic output by making imported materials and other goods used in production cheaper for local industries and securing better market access through free trade agreements (FTAs), according to a preliminary World Bank analysis.

The country could also lose roughly $1.1 billion in economic output if it loses existing trade preferences after graduating from the least developed country (LDC) category without securing replacement arrangements, the WB estimates.

The findings come from the study "Bangladesh Trade Policy at a Crossroads: Evidence for the National Tariff Policy, LDC Graduation, and the Next Generation of Trade Agreements," presented at an event hosted by the Policy Research Institute of Bangladesh (PRI) in Dhaka yesterday.

The study comes as Bangladesh prepares to graduate from the LDC category on November 24 this year. The government has sought to defer the graduation by at least three years. An initial decision on the deferment is expected later this month.

If Bangladesh signs FTAs and reforms tariffs ...

Roughly $4b may be added to GDP	Real GDP could rise 0.73% from 2023 baseline	Exports could grow nearly 20%	Unskilled wages could rise 2.1%

(Preliminary analysis)

Where protection is highest

Adding regulatory and supplementary duties roughly doubles protection at the border relative to the tariff schedule. In the most protected industries, para-tariffs add approximately 20 to 45 percentage points to the MFN (most-favoured-nation) rate

	FOOTWEAR	HIDES AND SKINS	STONE AND GLASS	TRANSPORTATION EQUIPMENT
MFN tariff	25.0%	22.1%	16.2%	13.0%
Nominal protection	70.4%	67.1%	45.6%	36.1%

SOURCE: WORLD BANK

THE GAINS

The potential gains, WB estimates, would come from two sets of reforms.

Deeper cuts in tariffs on imported intermediate goods and the removal of additional import duties could raise real GDP by up to 0.52 percent, as per the ... components and other goods used in production.

Separately, a broad FTA strategy with major trading partners could raise real GDP by 0.73 percent, or about $3.2 billion. The analysis assumes that the agreements would be ...

About two-thirds of the gains from the FTA strategy could come from deeper agreements with countries in the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the WB said.

THE LOSS

... arrangements, real GDP could fall by 0.24 percent, or roughly $1.1 billion, according to the analysis.

The losses could be greater if Bangladesh takes no action while rival exporters secure deeper market access.

In that scenario, GDP could fall by a further 0.21 percent. Total exports

তথ্য কেন্দ্র ঢাকা

Tariff cuts, FTAs could add $4b to Bangladesh economy: WB

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh could unlock roughly $4 billion in additional economic output by making imported materials and other goods used in production cheaper for local industries and securing better market access through free trade agreements (FTAs), according to a preliminary World Bank analysis.

The country could also lose roughly $1.1 billion in economic output if it loses existing trade preferences after graduating from the least developed country (LDC) category without securing replacement arrangements, the WB estimates.

The findings come from the study "Bangladesh Trade Policy at a Crossroads: Evidence for the National Tariff Policy, LDC Graduation, and the Next Generation of Trade Agreements," presented at an event hosted by the Policy Research Institute of Bangladesh (PRI) in Dhaka yesterday.

The study comes as Bangladesh prepares to graduate from the LDC category on November 24 this year. The government has sought to defer the graduation by at least three years. An initial decision on the deferment is expected later this month.

If Bangladesh signs FTAs and reforms tariffs ...

Roughly $4b may be added to GDP	Real GDP could rise 0.73% from 2023 baseline	Exports could grow nearly 20%	Unskilled wages could rise 2.1%

(Preliminary analysis)

Where protection is highest

Adding regulatory and supplementary duties roughly doubles protection at the border relative to the tariff schedule. In the most protected industries, para-tariffs add approximately 20 to 45 percentage points to the MFN (most-favoured-nation) rate

	FOOTWEAR	HIDES AND SKINS	STONE AND GLASS	TRANSPORTATION EQUIPMENT
MFN tariff	25.0%	22.1%	16.2%	13.0%
Nominal protection	70.4%	67.1%	45.6%	36.1%

SOURCE: WORLD BANK

THE GAINS

The potential gains, WB estimates, would come from two sets of reforms.

Deeper cuts in tariffs on imported intermediate goods and the removal of additional import duties could raise real GDP by up to 0.52 percent, as per the report.

Intermediate goods are products that businesses use to make other products. They include raw materials, components and other goods used in production.

Separately, a broad FTA strategy with major trading partners could raise real GDP by 0.73 percent, or about $3.2 billion. The analysis assumes that the agreements would be as comprehensive as those signed by Vietnam.

About two-thirds of the gains from the FTA strategy could come from deeper agreements with countries in the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the WB said.

THE LOSS

The World Bank warned that the cost of inaction could be significant.

If existing trade preferences disappear without replacement arrangements, real GDP could fall by 0.24 percent, or roughly $1.1 billion, according to the analysis.

The losses could be greater if Bangladesh takes no action while rival exporters secure deeper market access.

In that scenario, GDP could fall by a further 0.21 percent. Total exports would decline by 2.48 percent and wages of unskilled workers by 0.83 percent.

READ MORE ON B3

Tariff cuts, FTAs could add $4b

FROM PAGE B1

HIGH PROTECTION AT HOME

The study also highlights the high level of protection given to domestic industries through Bangladesh's import tariff system.

Bangladesh's trade-weighted average most-favoured-nation (MFN) tariff, or standard import tariff, is 7 percent across 5,666 tariff lines. But the level of protection rises to 15.4 percent when additional duties, known as para-tariffs, are included.

Protection is particularly high in some sectors. For instance, footwear faces total tariff protection of 70.4 percent. For hides and skins, the figures are 67.1 percent and 22.1 percent respectively.

TARIFF CUTS ALONE NOT ENOUGH

Economists and industry players agreed that reducing tariffs is necessary, but warned that it would not by itself make Bangladeshi industries competitive in export markets.

MA Razzaque, chairman of the Research and Policy Integration for Development (RAPID), said weak domestic standards and trade infrastructure also shield local industries from foreign competition.

"Dismantling tariff barriers is not going to automatically generate export competitiveness, given the weak domestic standards we have," he said.

Zaidi Sattar, chairman of PRI, said the tariff structure creates a strong incentive for businesses outside the ready-made garment sector to sell in the domestic market rather than export.

"The divergence between the profitability of exports and domestic sales is not marginal. It is highly significant and creates a very strong disincentive to export," he said.

Sattar backed lower tariffs on imported inputs as well as final goods. "Unless you do that simultaneously, you are only increasing the effective rate of protection, which means you are intensifying the anti-export bias."

He described the gap as a "crocodile tariff" and said para-tariffs accounted for roughly half of total protection.

Md Fazlul Hoque, administrator of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI), said tariff reform must be accompanied by measures to address weaknesses in energy, infrastructure and access to finance.

"Tariff reform is one part of many other reforms. It is not the only thing that can change the whole game," he said.

FTAs OFFER OPPORTUNITIES, BUT WITH CONDITIONS

Razzaque questioned whether the potential gains would be enough to persuade policymakers to undertake difficult reforms.

He also cautioned that the benefits of FTAs would depend on what Bangladesh secures in negotiations with individual trading partners.

Fazlul called for greater consultation with the private sector, including small and medium-sized enterprises, before Bangladesh signs new trade agreements.

Selim Raihan, executive director of the South Asian Network on Economic Modeling (SANEM), said export diversification would be crucial for Bangladesh to benefit from FTAs.

"Some of this growing protectionism at the global scale also gives them some kind of comfort zone... not to really go for drastic reform in the trade policy," he said.

He said Bangladesh would need to diversify its export basket to make better use of new market access.

IMPLEMENTATION, REVENUE REMAIN CONCERNS

Selim said weak implementation capacity could undermine trade-policy reforms. "We are very good at talking and formulating policies, but the implementation capacity is low."

He called for lower para-tariffs and stronger capacity to meet non-tariff requirements, including sanitary and phytosanitary standards. He also urged better coordination among trade, industrial and exchange-rate policies.

Fahmida Khatun, distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue (CPD), cautioned that not all supplementary duties were necessarily protectionist, as some serve health, environmental and revenue purposes.

"The FTA gains are attractive, but they represent an ambitious upper bound, given the realities," she added.

She called for greater clarity on the revenue impact of tariff reform and urged policymakers to distinguish between legitimate bonded-warehouse facilities and opaque, firm-specific exemptions.

Fahmida also warned that aggregate economic gains would not show who bears the costs of adjustment.

"Aggregate gains do not reveal who gains, who loses and how quickly the adjustment occurs," she said.

ঢাকা।